তথ্য পত্র

বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন এবং উন্নয়ন

আমাদের মাঝে একটি নতুন, অন্তর্বয়িত অর্থনীতি এবং জ্ঞান-নির্ভর তথ্য সমাজ বিকশিত হয়েছে। সরকার এবং জনগণের জীবনাচরণ, শেখা, কাজ এবং পারস্পরিক সম্পর্কে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

ডিজিটাল বিপ্লব বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব অর্থনীতির সংহতি পরিচালিত করছে। এই বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে তথ্য শক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) যা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় জনগণকে তথ্য ও জ্ঞান লাভের তাৎক্ষণিক সুযোগ করে দিচ্ছে।

তথ্য এবং ধারণার অবাধ প্রবাহ জ্ঞানের অপরিসীম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং এর নবতর প্রয়োগও হচ্ছে। যার ফলে, আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং সম্পর্ক রূপান্তরিত হচ্ছে।

তবুও বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এই বিপ্লবের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে। এই ‘ডিজিটাল বিভক্তি’ দেশগুলোর ভেতর ও বাইরে ধনী-দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান উন্নয়ন ব্যবধান বৃদ্ধির হুমকী সৃষ্টি করছে।

বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এই তথ্য সমাজের উত্তরণে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তারা এই বিপ্লবের সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। সময়োপযোগী তথ্যসেবা এবং বাজারের সুযোগ দারিদ্র বিমোচন এবং সম্পদ সৃষ্টির সত্যিকারের সুযোগ তৈরী করতে পারে। তথ্য এবং জ্ঞান সবার জন্য কর্ম-সুযোগ তৈরী করে। দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) একটি চাবিকাঠি স্বরূপ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যকার উন্নয়ন ব্যাবধান হ্রাসে শক্তিশালী হাতিয়ার; এবং তা ক্ষুধা ও দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, নিরক্ষতা, পরিবেশ বিপর্যয় এবং নারী-পুরুষ অসমতার বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াইয়েও গতিসঞ্চার করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাক্ষরতা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ এনে দেয়। এর মাধ্যমে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসাপাতালসমূহ তথ্য এবং জ্ঞানের সমাহারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) মাধ্যমে স্বাস্থ্য-বার্তার সম্প্রসারণ এবং চিকিৎসা সাহায্য এবং এইচ আই ভি/এইডসসহ অন্যান্য সংক্রামক ও ছোঁয়াছে ব্যাধি প্রতিরোধ সম্ভব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যাপক বিস্তার এবং উদ্ভাবনী ব্যাবহার ব্যতিরেকে দরিদ্রতর দেশগুলোর উন্নয়ন অসম্ভব। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে :

- ‘ডিজিটাল বিভক্তি’ বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উভয়ের জন্যই একটি বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত।

- বর্তমান সময়ের অন্তর্বয়িত অর্থনীতি এবং জ্ঞান-নির্ভর তথ্য সমাজ ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের ব্যাবহার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে সমন্বিত করে।

- প্রযুক্তির নিম্নগতির সময়ে যথাযোগ্য নেতৃত্ব এবং পর্যাপ্ত পরিচর্যা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করে।

- সুলভ ও সর্বজনীন যোগাযোগের প্রবেশাধিকার; স্বচ্ছ, অনুমিত এবং প্রতিযোগিতা সঞ্চায়ক নীতিকাঠামো নিশ্চিত করার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন তরান্বিত করে।

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত অভাবনীয় উন্নতি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপকৃত করে। জাতীয় ই-কর্মকৌশলের অংশ হিসাবে অবকাঠামো উন্নয়ন, সঠিকতম প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষিত ও সুলভ মানব সম্পদ, জাতীয় অবকাঠামো উন্নয়নে অভাবী দেশগুলোতে অর্থায়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

অনেক ক্ষুদ্র, স্বল্প সম্পদ, এবং আর্থসামাজিক সমস্যা সংকুল উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে তাদের অর্থনীতি ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে – যার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে। যে সাফল্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে http://www.itu.int/osg/spu/wsis-wsis-themes/ict_stories/ এই ওয়েব ঠিকানায়।

উন্নয়ন কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিপ্লবকে পরিচালন এবং ভবিষ্যত তথ্য সমাজের অবয়ব নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের ঐক্যমত্যর জন্য বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন একটি অনবদ্য সুযোগ। উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং জাতীয় ই-কর্মকৌশলকে বিকশিত ও গতিশীল করতে জাতীয় উদ্যোগকে সহায়তা দানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়ে ব্যাপক সমঝোতাকে এই শীর্ষ সম্মেলন উৎসাহিত করে। প্রচলিত ধারায় ‘ডিজিটাল বিভক্তি’র বর্ধিষ্ণুতাকে বিপরীতে পরিচালন এবং সত্যিকারের বিশ্ব তথ্য সমাজের ভিত্তি নির্মাণে সরকার, ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজকে একীভূত করতে শীর্ষ সম্মেলন একটি অনন্য মঞ্চ হতে পারে।

তথ্য পত্র
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org

নভেম্বর ২০০৩
www.itu.int/wsis